টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই চৈত্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 31st Mar. 1971 { ৪৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তারিখ পরিবর্ত্তন

বহুতালী প্রস্তাবিত হাই স্কুলের (পোঃ বহুতালী, জেলা মুর্শিদাবাদ) "পুরস্কার বিতরণী প্রতিযোগিতা" ৩১-৩-৭১ তারিখের পরিবর্তে ৪-৭-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্পাদক,
পুরস্কার বিতরণী প্রতিযোগিতা কমিটি।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ ভাষা নাই ॥

আমাদের সম্পাদকীয় লিখিবার সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের হাজার হাজার তরুণ জঙ্গী শাসকের অমানুষিক অত্যাচারে শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। 'বাংলাদেশ'কে কেন্দ্র করিয়া পাক জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী যে রাজনীতির জুয়াখেলা জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত পশুনীতির হীনতম পঙ্কে নামিয়াছেন, তাহাতে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম রূপ বিশ্ববাসীর নিকট ধরা পড়িয়াছে। অসামরিক জনগণের উপর সামরিক বিক্রম প্রকাশ পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু এই যুগেই নয়, সভ্যতার উন্মেষকাল হইতে বোধ করি, কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সার্থক শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ব। সার্থক তাঁহার 'জয়-বাংলা' মন্ত্র আর ধন্য 'বাংলাদেশের' মানুষদের 'মাতৃমুক্তি পণ'! আজ ক্ষোভে দুঃখে ভারাক্রান্ত ভারতের প্রতিটি নাগরিকের অন্তর। পাক-শাসকচক্রের মনুষ্যত্বহীনতায় ঘৃণা ও ধিক্কারের নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতেছেন এপার বাংলার বাঙ্গালী। ঐস্লামিক রাষ্ট্রে ইসলামের পূত পতাকাবাহী ওই নারকীর দল অনৈস্লামিক নীতিতে দলে দলে মানুষ হত্যা করিয়া ইসলামের জয়গান গাহিয়া চলিতেছে! তাজ খুনে ভিজা 'বাংলার' মাটি হইতে আঁশ্‌টে গন্ধ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তবে কিসের জন্য ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসিয়া শ্রীমুজিবরের সহিত দফায় দফায় বৈঠকে মিলিত হইলেন আর কেনই বা তাঁহার সাকরেদ ভুট্টো ফেউ ফেউ করিয়া গেলেন? বেপরোয়া হত্যা করিবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য? সমর সম্ভার না পৌঁছান পর্যন্ত 'বাংলাদেশের' মানুষদের মানসিক প্রস্তুতির মোড় ফিরাইবার জন্য? রাষ্ট্রীক অখণ্ডতা বজায় রাখার সর্বপ্রকার প্রয়াস চালান হইল বলিয়া বিশ্ববাসীর চোখে ধুলা দেওয়ার জন্য? নৃশংস হত্যা করার ফরমান তাঁহাদের কে দিয়াছে? গদী? শক্তি-মদমত্ত স্বৈরাচারীদের মনে রাখা দরকার যে, এই গদী স্বপ্নের মত যে কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যাইবে। আয়ুবশাহী খতম হইয়াছে। ইয়াহিয়াশাহীর ভিত্তিমূল কাঁপিতেছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার ধুয়া তুলিয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত যাহারা করিতে পারে, তাহারাই জনচিত্তে আশা-মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি পলায়ন করিয়া করাচির নিরাপদ আশ্রয় হইতে গণহত্যার ফরমান জারি করিতে পারে। শুনিয়াছি ইয়াহিয়া খান যে শাখা হইতে উদ্ভুত, তাঁহারা প্রাণাপেক্ষা জবানের দাম দেন। কিন্তু শেখ মুজিবরের চারদফা দাবী নীতিগতভাবে তিনি মানিয়া লইলেন বলিয়াই কি 'বাংলাদেশের' মানুষ-দের উপর বন্দুক-মেশিনগান চালাইতে বলিলেন? তাঁহার আপন রাজ্যের মানুষের মনে কোন্ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, তিনি জানিয়াছেন কি? বালুচ ও পাখতুন সৈন্যদের মন তিনি যাচাই করিয়াছেন কি? সেইজন্য বলিতেছি, তাঁহার তখত-তাউস আজ কাঁপিতেছে।

ওপার বাংলা আমাদের এত কাছে তবু কত দূরে। 'বাংলার' সংগ্রামী জনগণের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইতেছি। ইহা ছাড়া আমাদের আর কি করিবার আছে? পাক প্রভুরা 'বাংলা' হইতে বিশ্বের সাংবাদিকদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। সংবাদ সংগ্রহের অধিকার পর্যন্ত সাংবাদিকদের নাই। নৃশংসতা পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এইজন্য বেতার, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উপর চরম কড়াকড়ি পড়িয়াছে। সত্যের পূজারী রেডিয়ো পাকিস্তান গত ২৮শে মার্চ্চ বেলা ১২-৩০ মিঃ ভারতীয় সময় ঘোষণা করিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে হুগলীর নিকট কোন স্থানে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার বসান হইয়াছে এবং সেখান হইতে 'রেডিও বাংলাদেশ' নাম দিয়া পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাবলীর বিষয়ে নানা আজগুবি সংবাদ প্রচার করা হইতেছে। ভারতে বিদেশী সাংবাদিকদের স্বচ্ছন্দ গতায়াত আছে, পাক প্রভুদের কিছু কিছু হিতৈষীও থাকিতে পারেন। এই অপপ্রচারের দ্বারা তথা বিষোদ্‌গারে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ গলদ ঢাকা পড়িবে কি?

'বাংলাদেশের' জনজাগরণকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। পূর্ববঙ্গের এই জাগরণ একদিন বৃটিশ রাজশক্তিকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। সেদিনও পরাধীনতার জ্বালায় সংগ্রাম করিয়াছিলেন ইঁহাদেরই পূর্বসূরীগণ। আজ উত্তরসূরীদের রক্তের মূল্য দিয়া গণতান্ত্রিক তথা স্বাধীনতার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দুর্বার সাধনা সেখানে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর ঔপনি-বেশিকতা মানিয়া লইতে পারেন না। তাই ইহা এক **ধর্ম্মযুদ্ধ।**

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জঙ্গী শাসকের এই গণহত্যার ধিক্কারে সোচ্চার। বিশ্বজনমত ইয়াহিয়ার কার্যাবলী সমর্থন করেন নাই। গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রতিবাদ জানান হইয়াছে এবং আজ হরতাল ডাকা হইয়াছে। ভারতীয় মুসলিম লীগ এখনও নীরব কেন? 'বাংলাদেশের' মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাহার দরুণ ব্যাপক গণহত্যা চলে—ইহা জাতি-ধর্ম-দলমত নির্বিশেষে নিন্দিত হইবে না—এমন মনোবৃত্তি কাহারও থাকিতে পারে কি?

বোমা বিস্ফোরণে যুবকের প্রাণনাশ

গত ৩০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটার সময় রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় সদর রাস্তার উপরে কে বা কাহারা বোমা নিক্ষেপ করে। পাঠ-শালার সম্মুখস্থ স্থানে কয়েকজন বসেছিল। বোমার একটী টুকরা ছুটিয়া গিয়া বাদল দাস নামক ১৮ বৎসর বয়স্ক এক যুবকের কানের পাশে প্রবেশ করায় সে সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যায় এবং প্রচুর রক্তপাতের ফলে ঘটনাস্থলে তাহার মৃত্যু হয়। বোমার প্রচণ্ড শব্দে বহু লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। খবর পাইয়া থানা হইতে সব-ইন্সপেক্টর ও সার্কেল ইন্সপেক্টর আসেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চাঞ্চল্যকর ডাকাতি

গ্রামবাসীদের ভীতির সঞ্চার

গত ২৫।৩।৭১ তারিখে রাত্রি ১০-৩০ মিঃ সময় সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত কৈয়র গ্রামে শ্রীসুশীল সাহার বাড়ীতে এক বিরাট ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতদল প্রায় ৪০ জনের মত হবে—সশস্ত্রভাবে সজ্জিত—ছোরা, হেঁসো, হাত বোমা এবং ইট-পাটকেলে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ডাকাতরা প্রথমে উক্ত গ্রামে গৃহস্বামীর আশে পাশে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ২।১ জন করে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করে যাতে কোন বাড়ী হতে সাহায্যের জন্য কোন লোক যেতে না পারে। পরে শ্রীসুশীল সাহার বাড়ীতে ঢুকে কুড়াল দিয়ে দরজা কেটে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এইভাবে সিঁড়ির দরজা ভেঙ্গে উপরে উঠে পড়ে। বেগতিক দেখে সুশীল সাহা, তাঁর বৃদ্ধ পিতা ও ভ্রাতা উপরের টালির ছাওনীর টালি সরিয়ে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আশ্রয় লয়। ডাকাতরা বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েদের মারধোর করে এবং মহিলাদের হাত ও কানের চুড়ি, দুল ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়। এজন্য অনেকের কান কেটে রক্ত পড়ে। ডাকাতরা গৃহস্বামীর সমস্ত জিনিসই অপহরণ করে নেয়। ৩টি বোমা ফাটান হয়। পুলিশ তদন্ত চলছে। এমন কি গ্রামে পুলিশ পিকেট বসেছে। তবুও গ্রামবাসীরা ভয়ে অস্থির। প্রকাশ, ইতিপূর্ব্বে শ্রীসাহাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল এবং সৌভাগ্য-বশতঃ তিনি বেঁচে গেছেন।

শ্রীসাহার মনে শান্তি নেই। পর পর তাঁর উপর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে গ্রাম ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করবেন বলে স্থির করেছেন এবং গ্রাম ত্যাগ ইতিমধ্যেই করেছেন। কারণ ডাকাতরা তাঁর মুণ্ড চায় বলে শাসিয়েছে এবং পরে আবার আসবে বলে জানিয়ে গেছে। —সংবাদদাতা

ধান চুরি

এই গ্রামেরই শ্রীজঙ্গল কোটালের বাড়ীতে দশদিনের মধ্যে দু'দুবার চুরি হল। দ্বিতীয় বারের চুরিতে মণদশেক সিদ্ধ ধান নিয়ে গেছে। পুলিশ কোন হদিশ করতে পারছে না।

জয় বাংলা ॥ জয় বাংলা ॥ জয় বাংলা ॥

রক্তে রাঙা 'বাংলা'
শহীদ কণ্ঠে-'বাংলা'
মুজিবের 'জয় বাংলা'
সংগ্রামী 'জয় বাংলা'
কাঁদে এপারের বাংলা।

জয় বাংলা ॥ জয় বাংলা ॥ জয় বাংলা ॥

ইয়াহিয়া খান রাতের অন্ধকারে ঢাকা থেকে সরে পড়লেন কেন? —প্রশ্ন।

—'Dark deeds are better done in the dark'. করাচি হতে তাঁর কুকার্যের ঘোষণা, এটা আঁধারেই মানাই।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের জন্য 'ভোট-অন-অ্যাকাউন্টস্' বাজেট উত্থাপন হেতু বাজেট কপির মোট এক হাজার সেট দিল্লী পাঠাতে রাজ্য সরকারের ১৩ হাজার টাকা বিমান-খরচা লেগেছে।

—একটি শ্বেতহস্তী আর কী?

* * *

'শ্রীবাতুল, আপনার 'জ্যোতিরজয়' সন্ধি টিকল না' —একটি পত্র।

—আজ্ঞে সন্ধিটি মৎপুত্র হাবার। তাছাড়া ওটা ছিল নিয়মের বাইরে। অনিয়ম টেকে না।

* * *

ভুট্টো-ইয়াহিয়া সম্পর্ক কী?
—দিল্ দিয়া, দর্দ দিয়া
ভুট্টো ইয়া মেরা 'হিয়া'।

* * *

'বাংলাদেশের' মুক্তিযোদ্ধারা কী চান?
—মতবাদকে, প্রাণকে তুচ্ছ করে স্বাধীন 'বাংলা দেশ' এঁরাই বাঙালী।

গোয়ালাদের অসহ্য অত্যাচারে গ্রাম-বাংলার মানুষের জীবনযাত্রায় অশান্তি

এখন গ্রাম-বাংলার রাঢ় বাগড়ী সকল অঞ্চলেই রবি শস্যে মাঠ ভরে আছে। অনেক শস্য পেকে যাওয়ায় কাটার পালা চলেছে। কিন্তু কোন চাষীর মনেই আজ শান্তি নেই। তারা সর্ব্বদা আতঙ্কে দিনযাপন করছে। কেননা কখন রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গোয়ালারা গরু-মহিষের পাল দিয়ে তাদের বহু স্বপ্নের বহু আশার ফসল চড়িয়ে দেবে। বর্ত্তমানে সকল সময় জোগানদার জমির ফসল রক্ষা কাজে লিপ্ত থাকলেও গোয়ালাদের হাত হতে ফসল রক্ষা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়ালারা দলবদ্ধভাবে জমি চড়াও করে নিরীহ জোগানদারকে লাঠি-হেঁসোর নির্ম্মম আঘাতে জখম করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। প্রতিকারের জন্য গ্রাম সংশ্লিষ্ট থানায় আসলে থানা কর্ত্তৃপক্ষ সৌজন্যবশতঃ একটা সাধারণ ডাইরী লিখে নিয়ে নিজেদের কার্য্য সমাধা করছেন। আমাদের প্রশ্ন—এই সব মেহনতী মানুষের রক্ত জল করে বোনা ফসল রক্ষার কি কোন উপায় নেই?

পোষ্ট অফিসে আগুন

গত ২৫শে মার্চ্চ বেলা ১-৩৫ মিনিটে জিয়াগঞ্জ পোষ্ট অফিসে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী হঠাৎ প্রবেশ করে এবং অগ্নি সংযোগ করে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুপুরে পোষ্ট অফিস খোলার কিছুক্ষণ পরে আমোইপাড়া ব্রাঞ্চ অফিসের

—ক্রোড়পত্রে দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লি.
জবাকুসুম হাউস ○ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীনবীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টপলেস

—কুমারেশ ঘোষ

টপলেস পোষাক লইয়া সারা বিশ্বে টপ-টু-বটম অনেক আলোচনা ও মাথা ঘামানো হইয়াছে ও হইতেছে।

কিন্তু আমরা বলি, ইহাতে এত ভাবিবার কি আছে?

অবশ্য ভাবিতেছিলাম আমিও।

ভাবিতেছিলাম, শেষ পর্যন্ত বিশ্ববাসী কি পোষাকের খোলস ছাড়িয়া দিগম্বর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে? এবং এদেশী স্বর্ণ-শিল্পের মত বস্ত্র-শিল্পের দফাও কি 'গয়া' হইয়া যাইবে?

কিন্তু নন্তে হঠাৎ অনেকদিন পর আসিয়া আমাকে এই অযথা ভাবনা চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিল, নিশ্চিন্তও করিল।

ধূমকেতুর মতই নন্তে হঠাৎ বিড়িমুখে উদয় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সব হাল চাল কি রকম?

বলিলাম, ভাল নয়। সেই চাল-ডাল-তেল নুন! আর গোদের উপর বিষফোঁড়া—টপলেস!

মানে? —নন্তে চেয়ার ঝাঁকাইয়া বসিল।

মানে বুঝাইয়া বলিলাম।

বলিতেই হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল: এই ব্যাপার! —আরে টপলেস তো আমিও।

এবার আমি বলিলাম, মানে? গায়ে তো একগাদা জামা দেখচি।

বলিল—টপে, এতদিন হিমালয়ের টপে ছিলাম, নেমে এসেচি সম্প্রতি। কাজেই আমিও তো এখন 'টপলেস'। ছাখ্, সামাজিক জানোয়ার আমরা, তাই টপ আর ভালো লাগলো না—টপলেস হ'য়ে মিশলাম জনতার মধ্যে!

কিন্তু.........

এর মধ্যে 'কিন্তু' কি? —নন্তে বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়া বলিল: আজ সবাই তো টপলেস হবার চেষ্টা করচে! আজ টপে রাজা কোথায়, জমিদার কোথায়? ডেমোক্রাটিক যুগ না এটা? বরং কোথাও টপ-হেভি হলেই লোক চীৎকার করচে। উঁচু বাড়ির টপ থেকেই মানুষ করচে আত্মহত্যা তাই টপ আজ বিভীষিকা! তাছাড়া হিমালয়ের অত উঁচু এভারেষ্ট টপও আজ মানুষের কাছে মাথা নীচু করেচে! বুঝলি?

—ক্রোড়পত্রে দেখুন

* আই, সি, আই পেইণ্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯

টপলেস

(৪র্থ পাতার পর)

বুঝিলাম কিনা জানিবার ধৈর্যও নন্তের ছিল না হয়তো। তাই বলিতেই লাগিল : ভেবে ছাখ গোঁড়া ইংরেজরাও হালচাল বুঝে টপ-হ্যাট পরা ছেড়ে দিয়ে টপলেস হয়েচে। আর যদি মেয়েরা টপলেস হয়—তাতে এতই বা কেন হৈ চৈ ?

তা বলে.....

থাবা মারিয়া নন্তে আমাকে থামাইয়া বলিল : কিস্সু ভাববার নেই। যারা দেখাতে চায় তাদের যখন লজ্জা নেই—তোর আমার দেখতে তখন লজ্জা কি ? শুধু মুখ বুজে চোখ খুলে দেখে যা। দেখবি, ওরা যখন ফুরিয়ে যাবে, আর কিছু ওদের দেখাবার থাকবে না, তখন নিজেরাই শুরু করবে ঢাকাঢাকি !

ভাবিলাম, কথাটা তো সত্যই।

দেখিসনি, মেয়েদের ব্লাউসের হাতা বগল পর্যন্ত উঠে আবার কব্জি পর্যন্ত নেমেচে। এখন পেট দেখাচ্চে পেটের দুঃখে নয়—পুরুষদের পাট করবার জন্যে। একদিন বুঝবে, ঘাট হয়েচে। —পরে হাসিয়া নন্তে বলিল : আসল ব্যাপারটা হয়েচে, টপের ঘটে কিঞ্চিৎ বস্তু less হ'লেই ঐ সব খেয়াল মাথায় ঢোকে ! ওরা সব সভ্য-পাগলী ! .....আচ্ছা চলি, টা-টা !

নন্তে যেমন দমকা আসিয়াছিল—তেমনই দমকা চলিয়া গেল। কেন আসিল, কেন গেল বুঝিবার সময়টুকু দিল না।

তবে বুঝিলাম, এসব লইয়া চিন্তা করা বৃথা ! আজ আমরা সবাই Topless ও Bottom-full অবস্থায় একাকার হইয়া গিয়াছি।

পোষ্ট অফিসে আগুন

৩য় পাতার পর

ডাক এসে পৌছায়, এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় জন ১২ লোক মুখোশ এঁটে অফিসের সামনে এসে দাঁড়ায়। পাঁচ জন ভেতরে প্রবেশ করে এবং কয়েকজন বাইরে পাহারা দিতে থাকে। যারা ভেতরে প্রবেশ করে তাদের কাছে ডিজেলের টিন ও হাতে ছোরা ছিল। প্রথমেই তারা ফোনটি ভেঙে দেয়। কর্ম্মচঞ্চল পোষ্ট অফিসে হঠাৎ নেমে আসে স্তব্ধতা। তার মাঝেই কয়েকজন কাগজপত্রে এবং চেয়ার-টেবিলে ডিজেল ছিটাতে থাকে এবং কয়েকজন পোষ্ট অফিসের কর্মচারীদের নিকৃষ্ট সম্ভাষণে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলে। পোষ্ট অফিসের ত্রস্ত কর্মচারিগণ এবং পোষ্টমাষ্টার মহাশয় বাইরে বেরিয়ে আসেন। সব শেষের কাউণ্টার অর্থাৎ মনিঅর্ডার ইস্যু কাউণ্টার এর কর্মব্যস্ত কর্মী শ্রীকালীকিঙ্কর সরকার মহাশয় জানতে পারেন নি কি হোলো-কি না হোলো। তখন দুষ্কৃতকারীরা দু'এক জায়গায় অগ্নি সংযোগ করে কালীকিঙ্কর বাবুর কাছ থেকে ৮৯ টাকা ৩০ পয়সা ছিনিয়ে নেয়। দুষ্কৃতকারীদের হুমকীর মাঝেই কর্মচারিগণ আগুন নেভানর জন্য এগিয়ে আসেন। ২২ মিনিটের মধ্যেই বহরমপুর থেকে তৎপর দমকল বাহিনী এসে উপস্থিত হয়। তাদের কিছু করবার প্রয়োজন হয় নি। জিয়াগঞ্জ থানা থেকে পুলিশ আসতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। ২-৫৪ মিনিটে জিয়াগঞ্জের ও, সি ঘটনাস্থলে আসেন।

আমরা পরে যা দেখলুম—তাতে আজও কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন ধরণের হামলা হবার সম্ভাবনা। জাতির এবং সমাজের স্বার্থে পোষ্ট অফিসকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদের রক্ষীবাহিনীর কোথায় সে কর্ত্তব্যজ্ঞান ?

*হায় বীর-প্রসবিনী বাংলা মা—তোমার কি দুর্দশা!

অগ্নিকাণ্ড

গত ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার গভীর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের সন্নিকটে গোপালনগর গ্রামে "শ্রীকান্তবাটী পশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ" এর গুদামে কে বা কাহারা পেট্রোল ছিটাইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। ঐ গুদামের ৬০ মণ লোম, কম্বল ও তের চৌদ্দখানি তাঁত পুড়িয়া যায় বলিয়া প্রকাশ। রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেওয়ায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নি।

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্ত্তার উদ্যোগে বহরমপুর গ্রাণ্টহলে গত ২৯শে মার্চ্চ মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলার সদর মহকুমা-শাসক শ্রীরসময় মালাকার মহাশয়।

বক্তৃতার বিষয় ছিল :—

"এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়।
দূর করে দাও তুমি সর্ব্বতুচ্ছ ভয়॥"

—রবীন্দ্রনাথ

উক্ত প্রতিযোগিতায় জঙ্গীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ সুবোধকুমার দে এবং দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ সায়নাচার্য সান্যাল অংশ গ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীধূর্জটিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সাহায্য করেন।

এই ধরণের প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মাঝে সাহিত্য ও সমাজনীতির আদর্শ গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হবে। আমরা আশা করবো, ছাত্রদের মাঝে এই ধরণের জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা সাফল্যমণ্ডিত হোক্ এবং ছাত্রসমাজ এর মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হোক্।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১

৫/৭০ অন্য ডিঃ লালমন বিবি দেঃ হাসিমুদ্দিন মণ্ডল দিং দাবি ১৮৫-৫৯ থানা সুতী মৌজে শ্রীরামপুর ১-৭১ শতকের কাত ৪-৬৯ পয়সা তন্মধ্যে ৫০ শতক কাত পরতামত ১-৩০ পয়সা আঃ ৫০৲ খং নং ৪৬ রায়তী স্থিতিবান

১৮/৭০ অন্য ডিঃ রূপচাঁদ সেখ দেঃ দেলরৌশন বিবি দিং দাবি ৩৭৬-৫৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নাইত বৈদড়া ১৭½ শতক খং নং ৫৭৮ ও ১০২ আঃ ২০০৲ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে মণ্ডলপুর ১২ শতক খং নং ৯১৪ আঃ ৫০৲ ৩নং লাট থানা ঐ মৌজে নাইত বৈদড়া ১০½ শতক খং নং ১০২ আঃ ৫০৲